যুগান্তর

তারিখ 14 OCT 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উচ্চশিক্ষায় স্কলারশিপ স্কিম চূড়ান্ত

টোকিওতে আজ সার্ক ফাইন্যান্স গ্রুপের বৈঠক, ঢাকায় ডিসেম্বরে

শাহনেওয়াজ

জাপানের টোকিওতে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ বার্ষিক সভার পাশাপাশি আজ সার্ক ফাইন্যান্স গ্রুপের বৈঠক। এ বৈঠকে নেপাল, বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নররা একত্রে মিলিত হবেন। এর আগে নেপালে পোখরায় বৈঠক হয়েছিল সার্ক ফাইন্যান্স গ্রুপের। সে সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে অর্থনীতিতে উচ্চশিক্ষার জন্য সার্ক ফাইন্যান্স থেকে স্কলারশিপ স্কিম নেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে সেই স্কিমের খসড়া নিয়ে মালদ্বীপে বৈঠক হয়। তবে চলতি বছরের ডিসেম্বরে ঢাকায় এ স্কলারশিপের স্কিম চূড়ান্ত করা হতে পারে।

জানা গেছে, গতবার মালদ্বীপের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল; বছরে দুটি সার্ক ফাইন্যান্স নিউজ লেটার প্রকাশ করা হবে। এই নিউজ লেটারে অন্তর্ভুক্ত করা হবে সার্ক ফাইন্যান্সের বৈঠকের সিদ্ধান্তসহ বিভিন্ন সেমিনারের বিষয়বস্তু। এ ব্যাপারে মালদ্বীপ নিউজ লেটারের একটি খসড়া আজকের সার্ক ফাইন্যান্স গ্রুপের বৈঠকে উপস্থাপন করবে। ইতিমধ্যে মালদ্বীপ সার্ক ফাইন্যান্সের গত ১০ বছরের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেছে। একই সঙ্গে আগামী ৫ বছরে সার্ক ফাইন্যান্স কার্যক্রম কি হবে, তারও একটি রোডম্যাপ তৈরি করেছে।

এদিকে চলতি বছর ডিসেম্বরে সার্ক ফাইন্যান্স স্কলারশিপ স্কিম নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি সেল বৈঠকের ব্যাপারে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এর আগে নেপালে ২৪তম সার্ক ফাইন্যান্স গ্রুপের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকের পাশাপাশি এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ওয়াশিংটনে গত বছর ১৫ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সেই বৈঠকে বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর সিদ্ধান্ত নেয়, একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচি নিয়ে এই ফোরাম কাজ করবে। তবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রথম স্কলারশিপ স্কিমের প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়।

পরবর্তী ৫ বছরের জন্য যে রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে, তাতে অনেকেই মনে করেন অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে আগামীতে যে চ্যালেঞ্জগুলো আসবে তার মোকাবেলা করা। এ ব্যাপারে অবশ্য সার্ক ফাইন্যান্স গ্রুপের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর গভর্নররা মনে করেন, প্রত্যেকেই পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে জ্ঞানভিত্তিক বিষয়গুলো শেয়ার করা যায়। ইতিমধ্যে সার্ক ফাইন্যান্সের নিউজ লেটারে ধারণা সম্পর্কে সদস্যভুক্ত দেশগুলো প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। প্রতিটি দেশের প্রতিনিধি মনে করেন, দেশের অর্থনীতি কোন দিকে যাচ্ছে তার একটি সম্যক চিত্র তুলে ধরা দরকার। যেখানে

SAARC

সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিটি সূচক প্রতিফলিত হবে। তবে পাকিস্তান বেশি গুরুত্ব দিয়েছে গবেষণার দিকে। বিশেষ করে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দায় ইউরোপ জোন যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছে, তা কিভাবে অতিক্রম করা যায় তার একটি উপায় বের করার। এছাড়াও পাকিস্তান সার্কভুক্ত দেশের সমসাময়িক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিনিয়র অর্থনীতিবিদের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনার সুযোগ প্রদানের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়েছে। এর পাশাপাশি বিশ্ব অর্থনীতিতে এ অঞ্চল কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, তারও একটি সুপারিশ রেখেছে। পাকিস্তান মনে করে, সার্ক অঞ্চলভুক্ত রিজার্ভ ফান্ড গড়ে তোলার জন্য সবাই একসঙ্গে কাজ করতে হবে। যে ফান্ডের মাধ্যমে মুদ্রা বিনিময় হার, বাণিজ্য ঘাটতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করা যায়।

ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা ও আফগানিস্তান সার্কভুক্ত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রশিক্ষণের সুযোগ আরও উন্নত করার পরামর্শ দিয়েছে। যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সার্কভুক্ত দেশগুলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন, কৃষিঋণ ও তথ্য-প্রযুক্তির ঋণ সম্পর্কে সঠিক নির্দেশনা দিতে পারে। এ ব্যাপারে শ্রীলংকা সরকারি দায়-দেনা ও পুঁজিবাজারের উন্নয়নের জন্য প্রতিটি দেশ থেকে প্রতিনিধি পাঠানোর সুপারিশ করে।

এদিকে অর্থনীতিতে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বাংলাদেশ একটি খসড়া স্কিম তৈরি করেছে। তাতে ১৯৯৮ সনের ১৯ জুলাই শ্রীলংকার কলম্বোতে সার্ক অঞ্চলের জন্য সার্ক ফাইন্যান্স গড়ে তোলার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে। এর পাশাপাশি স্কলারশিপ স্কিমের জন্য সার্বক্ষণিক ৪ বছরের জন্য পিএইচডি প্রস্তাব রেখেছে। এই স্কলারশিপের অর্থ বার্ষিক হতে পারে। যেখানে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরত ফি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এ স্কলারশিপ সেই পাবে যিনি অর্থনীতি মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন। একই সঙ্গে কমপক্ষে ৫ বছর পূর্ণমেয়াদে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। হতে পারে সে অফিসারকে স্কলারশিপকালীন সময় ডেপুটেশন হিসেবে কার্যকর করা। স্কলারশিপের ব্যয় বহন করবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সার্ক ফাইন্যান্স গ্রুপ এই স্কলারশিপের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকবে। এছাড়া এডিবি, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও আইডিপি থেকে ফান্ড জোগাড় করা হতে পারে।

জানা গেছে, আজকের সার্ক ফাইন্যান্স বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতির গতি-প্রকৃতির একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে পারে। যেখানে বাংলাদেশের ব্যাংকের রেপো বৃদ্ধি, রিজার্ভ, সুদের হার, মুদ্রানীতি, মুদ্রা বিনিময় হারসহ আরও অন্যান্য বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত থাকছে। এর পাশাপাশি ২০০৪-০৫ অর্থবছর থেকে ২০১১-২০১২ পর্যন্ত সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।